আর কোন হুমায়ুন আজাদ জ্বলে উঠবেন না?

মোহন রায়হান

আরেকটি পত্রিকা 'গোয়েন্দা নজরে থাকা' ছয় কবি সম্পর্কে সিআইডির রিপোর্ট-এর উল্লেখ করে বলেছে এ ছয় জনের কেউ কেউ একাডেমীর সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। প্রায় ৪০ মিনিট আড্ডা দেওয়ার পর তাদেরই মধ্যে থেকে একজন আধ্যপক হুমায়ুন আজাদকে রিকশায় তুলে দেন। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সূত্র অনুযায়ী সংবাদটি ছাপা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তারা আবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা আবারো বলেছে, আমরা আগে ঘটনা জানাইনি, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানিয়েছি। আমরা ঘটনার আগে হুমায়ুন আজাদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেটা বলতে চাইনি কোন কারণে? তাহলে অর্থ দাঁড়ায় ঘটনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু আমরা সেটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি! তার অর্থ কি দাঁড়ায়? আমরা এই হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত? একথা কি দেশবাসী কেউ মেনে নেবে? কিন্তু এই দেশদ্রোহী রাজাকারচক্র আর তাদের দোসররা যেভাবে এ দেশের প্রতিবাদী সাহসী কলমকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জঘন্য চক্রান্তে মেতেছে, তাতে আমাদের ওপর যেকোনো সময় নেমে আসতে পারে যেকোনো খড়্গ,...

একুশের বইমেলা। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের রক্তসিঞ্চিত সোনালি ফসল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এতো বড়ো মেলা এ দেশের মানুষের জীবনে আর নেই। গোটা জাতি প্রতি বছর অপেক্ষায় থাকে এ মেলার জন্য। এ মেলা শুধু বইমেলা নয়। জাতির ঐক্য ও মহামিলনের প্রতীক। নতুন প্রজন্মের জন্য এই মেলা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের পীঠস্থান। এই মেলায় প্রতি বছর অসংখ্য নতুন বই প্রকাশিত হয়। আমাদের জ্ঞানচর্চা ও মনন পিপাসার অন্যতম উৎস সেগুলো। এই মেলাকে লক্ষ্য করে রচিত হয় নবীন-প্রবীণ লেখক-কবি-সাহিত্যিকের নতুন বই, যার মাধ্যমে নতুন নতুন চিন্তা, মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে। এই মেলার যারা সাম্প্রতিককালের আকর্ষণ, কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদ তাদের অন্যতম। প্রতিদিন নিয়মিত তিনি বইমেলায় আসতেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আগামী'র স্টলে বসতেন। অগণিত ভক্ত, পাঠক, ছাত্র তাঁকে দেখতে আসতেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে সুখী হতেন, তাঁর অটোগ্রাফ

দেওয়া বই কিনতেন। প্রায়ই আগামী প্রকাশনীর সামনে ভিড় লেগে থাকতো। বলা বাহুল্য, হুমায়ুন আজাদই তার কারণ।

সেদিনও ছিল তেমনি একটি দিন। শুনলাম দুজন লম্বা-চওড়া যুবক তাঁকে শাসিয়ে গেছে আপনি 'পাক সার জামিন সাদ বাদ'-এ যা লিখেছেন আজ মেলার বাইরে গেলে তো আপনাকে ধরবে। হুমায়ুন আজাদ হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন সে কথা। হুমায়ুন আজাদ জানতেন এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। তাঁর নিজের এলাকা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক। তাঁর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তাঁর আজন্ম লালিত বিশ্বাসই রক্তাক্ত লুটিয়ে পড়লো ধুলায়।

বাংলা একাডেমীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্থানটি বরাদ্দ ছিল লেখকদের জন্য। সাদা ছাতার মতো ছোট্ট শামিয়ানা দিয়ে তৈরি হয়েছিল 'লেখক চত্বর'। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে লেখক চত্বরে লেখক আড্ডা জমে উঠতে শুরু করে। সেদিন সেখানে কবি রফিক আজাদ, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি আবু করিম, কবি নাসির আহমেদ, কবি ফারুক মাহমুদ, কবি বদরুল আলম, সংস্কৃতিকর্মী দিলদারসহ আমরা বেশ কয়েকজন লেখক-কবি মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। যথারীতি রাত সাড়ে ৮টার দিকে বইমেলার স্টলগুলোর লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। এর একটু পরই হুমায়ুন আজাদ লেখক চত্বরের দিক দিয়ে সাংবাদিক প্রসূন আশীষের সঙ্গে এগিয়ে আসছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন মোহন এখানে কি হচ্ছে ? আমি বললাম স্যার, লেখক আড্ডা। স্যার বললেন তাই নাকি ? উত্তর দিলাম জ্বি স্যার। তিনি সানন্দে যোগ দিলেন আড্ডায়। আমার ছেড়ে দেওয়া রফিক আজাদের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। আমি পেছনে ছাত্রের মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রথমেই তিনি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন টয়লেটের জন্য এ জায়গাটা ভালো। বুঝলাম লেখকদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার ক্ষুদ্রতাকে তিনি ব্যঙ্গ করছেন। কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী ফোড়ন কেটে বললেন হুমায়ুন টয়লেটে বসতেই বেশি পছন্দ করেন। হুমায়ুন আজাদ হাসতে হাসতে বললেন হ্যাঁ টয়লেটে বসে উন্নত দেশের মানুষেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারেন, আমি তো টয়লেটে বসেই পেপার পড়ি এমনকি দাড়িও কামাই। সকলেই হেসে উঠলেন তাঁর কথায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম স্যার, আপনার কোন বইটি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে ? তিনি বললেন জানি না আমার বই কেন বিক্রি হয়? তবে ওভাবে আলাদা করে বলা যায় না, বলতে পারো ছয়টি বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। আমি বললাম স্যার 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' কেমন বিক্রি হচ্ছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, ওটাই বেশি বিক্রি হচ্ছে । জিজ্ঞাসা করলাম কারণ কি স্যার? বললেন মোল্লাদের মুখোশ উন্মোচিত করেছি। হাসতে হাসতে তিনি আবার বললেন দেখো, টেলিভিশনে যে মহিলা বোরকা পরে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা করেন সেও কিন্তু ঠোঁটে লিপিস্টিক মেখে রাখেন কিংবা মওলানা সাহেবরা সাদা দাড়িতে রং মেখে কালো করে যান। আবার হেসে উঠলাম সবাই। এভাবেই নানা গল্প, হাসি, তামাশায় এগিয়ে চলে

আমাদের আড্ডা। কখন যে রাত গড়িয়ে ৯টা হয়ে গেছে কারো খেয়াল নেই। রফিক ভাই সকলকে তাড়া দিলেন এবার ওঠা যাক। আমরা সবাই উঠে পড়লাম। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাংলা একাডেমীর গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। গেটের সামনের রাস্তায় কয়েক মিনিট সবাই দাঁড়িয়ে গল্প করলাম। স্যার বললেন আমার অনেকক্ষণ থেকে প্রস্রাব পেয়েছে, দেখি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সারতে পারি কিনা। বলেই রাস্তার বিপরীত দিকে হাঁটা দিলেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকশায় পুরানা পল্টনের উদ্দেশে রওনা হলাম। দৈনিক সংবাদ অফিসের কাছে যেতেই দুজন তরুণ ছুটে এসে বললো মোহন ভাই খবর শুনেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি? হুমায়ুন আজাদকে অ্যাটাক করা হয়েছে। আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম ধুর মিয়া, এই মাত্র আমি তাঁর কাছ থেকে এলাম। কতোক্ষণ আগে? এইতো তাকে একাডেমীর গেটে বিদায় দিয়ে। ওরা বললো তাহলে আপনি চলে আসার পর হবে। জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কারা? বললো সংবাদে চাকরি করি, আমাদের অফিসে ফোন এসেছে।

বাসায় ঢুকে কবি তারিক সুজাতের মোবাইলে ফোন করলাম, আমার গলা শুনেই তারিক চিৎকার দিয়ে বললো মোহন ভাই তাড়াতাড়ি চলে আসেন, হুমায়ুন আজাদ সিরিয়াস উনডেড, আমরা সবাই মেডিকেলে আছি। হুমায়ুন আজাদ স্যার আহত, আমি চললাম বলেই ছুটে বেরিয়ে এলাম, ভাগ্নে বাবুও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। মেডিকেলের ইমারজেন্সির সামনে দেখি লোকে লোকারণ্য। ভিসি এস এম ফায়েজ, সাবেক ভিসি এ কে আজাদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আরেফিন সিদ্দিকীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-লেখক-বুদ্ধিজীবী অনেকেই উপস্থিত। আমরা ঢোকামাত্রই একটি অ্যাম্বুলেন্স বিশাল শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেলো। তারিক আর খোকন আমাকে দেখে ছুটে এসে বললো মোহন ভাই স্যারকে সিএমএইচ-এ নিয়ে যাচ্ছে ওরা। তারিক ছুটে আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণির গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো মোহন ভাই, খোকনের গাড়িতে আসেন। নাট্যসংগঠক নাসিরুল হক খোকন, আমি, বাবু আর তারিকের আরেক বন্ধু অরিন্দম ছুটলাম হাসপাতালের সামনে রাখা খোকনের গাড়ির উদ্দেশে ভেতরের করিডোর দিয়ে। আমাদের দৌড় দেখে ওয়ার্ডগুলোর সামনে দিয়ে চলা লোকজন দ্রুত রাস্তা করে দিচ্ছে । বিপরীত দিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসতে দেখলাম হুমায়ুন স্যারের ছেলে অনন্য, মেয়ে মৌলি ও স্মিতা এবং স্ত্রীকে। আমরা শুধু চিৎকার করে বললাম সিএমএইচ-এ নিয়ে গেছে। আমরা হাঁফাতে হাঁফাতে মেইন গেটের সামনে রাখা খোকনের গাড়িতে উঠে বসলাম। খোকন বিদ্যুৎ বেগে সিএমএইচ-এর উদ্দেশে গাড়ি স্টার্ট করলো। টিএসসির পাশে ডাচের সামনে শত শত ছাত্রকে উত্তেজিত দেখা গেলো। উল্কার গতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটলাম, যেন পথের কোনো বাধাই মানবো না। হুমায়ুন আজাদের রক্ত যেন আমাদের চলার পথের সমস্ত বাধাকে উপড়ে ফেলেছে। সাঁ সাঁ করে ছুটছে গাড়ি খোকনের দক্ষ চালনায়। রাস্তায় তেমন কোনো গাড়ি নেই কিন্তু একটা গাড়ি আরো

দ্রুতগতিতে আমাদের পাশ কাটিয়ে গেলো। তাকিয়ে দেখলাম কয়েকজন নারী-পুরুষ গাদাগাদি করে গাড়িটিতে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, হুমায়ুন স্যারের ফ্যামেলি হবে। ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি স্থানের ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটিকে দাঁড়াতে হলো। আমাদের গাড়ি ঐ গাড়িটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। হুমায়ুন স্যারের ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন। ওরা আমাদের দেখছে, আমরাও ওদের, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মৌলির চোখে চোখ পড়তেই আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। কতো ছোট থেকে ওকে চিনি। একসময় স্যারের বাসায় যাতায়াত ছিল। সবুজ বাতি জ্বলতেই ওদের গাড়িটা আমাদের আগেই ছুটে চললো। আমরাও ওদের গাড়িকে ওভারটেক করতে চাইলাম না। সিএমএইচ-এ পৌঁছেই আমরা গাড়ি থেকে নেমে অপারেশন থিয়েটারের দিকে ছুটলাম। ভেতর দিক থেকে স্যারের স্ত্রী আর মেয়েরা ছুটে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেখেই মৌলি চিৎকার করে বললো মোহন ভাই রক্ত লাগবে। রক্তের গ্রুপ কি? মৌলি বললো বি নেগেটিভ। হায়! আমার তো বি পজেটিভ। মৌলি বললো যেভাবে পারেন রক্ত জোগাড় করেন, না হলে আমার বাবাকে বাঁচানো যাবে না। আমরা আবার দৌঁড়ে বেরিয়ে এলাম। হাসপাতালের সামনে সমবেত লোকজনকে চিৎকার করে বলতে থাকলাম রক্ত লাগবে, বি নেগেটিভ রক্তের কেউ আছেন? উপস্থিত কারোই রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ নয়। ভীষণ অসহায় হয়ে পড়লাম আমরা রোরুদ্যমান স্যারের স্বজনদের আর্তির কাছে। কষ্টে আর যন্ত্রণায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, যার কাছে আমি শুধু কেতাবি শিক্ষাই নেইনি সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও নীতিবোধ তথা জীবনেরও শিক্ষা নিয়েছি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আমি গ্রেপ্তার হলে, তিন মাস ডিটেনশন খাটতে হয়। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল হাইকোর্টের আইনজীবী নিম্ন আদালতে গিয়ে আমার জামিনের জন্য দাঁড়ালে, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই শর্তে জামিন মঞ্জুর করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জামিননামা দিতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে হুমায়ুন স্যার কোর্ট বারান্দায় সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে বিকাল বেলা কোর্ট বসলে আমার জামিননামা স্বাক্ষর করে আমাকে নিয়ে আসেন । সেই প্রাণপ্রিয় শিক্ষক আমারই সামনে রক্তের অভাবে মারা যাবেন আর আমার কিছুই করার থাকবে না? জীবনে এতো অসহায় নিজেকে আর কখনোই মনে হয়নি। বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির চালক বললো সিএমএইচ-এর প্যাথেলজিতে যান। জিজ্ঞেস করলাম কোথায়? বললো আমার গাড়ীতে উঠেন আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমি আর বাবু পুলিশের গাড়ীতে উঠে বসলাম, খোকন আর অরিন্দমকে বললাম তোমরা আমাদের পিছনে এসো। সিএমএইচ-এর প্যাথলজিতে কর্তব্যরত সেনা অফিসারকে বললাম দেশের প্রখ্যাত লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুশয্যায়, তাঁর বি নেগেটিভ রক্ত লাগবে। উনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন সরি, আমাদের এখানে বি নেগেটিভ ব্লাড নেই, রেডক্রিসেন্টে যেতে পারেন। প্লিজ ভাই, আপনি একটু ফোন করে দেখুন না ওখানে

আছে কিনা? আমাদের সমবেত অনুরোধ এড়াতে পারলেন না ওই অফিসার, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেডক্রিসেন্টে ফোন করলেন। না, বি নেগেটিভ নেই। আমরা কাতর হয়ে তাকে আবার অনুরোধ করলাম কাইন্ডলি আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন অন্য কোথাও কোনো প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকে বি নেগেটিভ আছে কিনা? অফিসারটি সন্ধানীসহ আরো কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। কিন্তু না, কোথাও কোনো বি নেগেটিভ রক্ত নেই! কি উপায়? স্যারকে কি বাঁচাতে পারবো না আমরা? খোকন মোবাইলে কাকে যেন বারবার ধরার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো মোহন ভাই রক্ত পাওয়া গেছে, আমার দুজন বন্ধুর রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ, ওরা আসছে। আরো কয়েক জায়গায় যোগাযোগ করছি। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম প্যাথলজি থেকে, খোকনের গাড়িতে করে ফিরে এলাম সিএমএইচএ, স্যারের ফ্যামিলিকে জানালাম রক্তের ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তারিক চ্যানেল আই, এটিএন, এনটিভির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মুমূর্ষু ড. হুমায়ুন আজাদকে বাঁচার জন্য রক্তের প্রয়োজন ঘোষণাটি দেওয়ার জন্য । তারিক দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে জানালো। হাসপাতালের গেটে বহু লোক সমাগম হয়েছে।

আমরা স্যারকে একনজর দেখার জন্য ভেতরে যেতে চাইলাম কিন্তু তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে একজন জানালো। আমরা বাইরের চত্বরে ফিরে এলাম, যেখানে এস এম ফায়েজ, এ কে আজাদ, আরেফিন সিদ্দিকী, মনসুর মুসা, মুহাম্মদ নূরুল হুদা, কামাল পাশা চৌধুরী, ওসমান গণিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীগণ ভীষণ উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছেন। এরই মধ্যে খোকনের দুই বন্ধু, যাদের রক্ত দেওয়ার কথা তারা এসে পৌঁছাল, আমরা দৌড়ে গিয়ে জানালাম রক্ত দেওয়ার জন্য লোক এসে গেছে ব্যবস্থা নিন। কর্তব্যরত একজন ওদের নিয়ে গেলেন ক্রসম্যাচ করার জন্য। টেলিভিশনের ঘোষণা থেকে আরো দুজন হলের ছাত্র এসে হাজির হলো যাদের রক্তের গ্রুপ বি নেগেটিভ। মৌলি দৌঁড়ে এসে বললো ওদের কোনো আত্মীয় দুই তরুণ রক্ত দিতে এসেছে। কে একজন বললো যারা রক্ত দিতে চায়, ডিসি সাউথ-এর কাছে তাদের নাম দিতে হবে। একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম ডিসি সাউথ কে ? তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি আর মৌলি দৌঁড়ে তার কাছে গেলাম আপনি ডিসি সাউথ? জ্বি, কি প্রয়োজন বলুন। মৌলি বললো দুজন রক্ত দেবে নামটা নিন। উনি সঙ্গে সঙ্গে একটি নোট বুকে নাম লিখে নিলেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে রক্ত দেওয়ার জন্য লোক আসতে শুরু করলো। আমরা আপাত রক্তশূন্যতার অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা পেলাম। মৌলিকে, স্যারের স্ত্রীকে অভয় দিলাম চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিবিসি থেকে ওসমান গণিকে ফোন করে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলো। ওসমান গণি কথা শেষ করে বললেন এখানে কবি মোহন রায়হান আছেন, উনি ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই স্যারের সঙ্গে ছিলেন, উনি আরো বিস্তারিত বলতে পারবেন। বলেই মোবাইলটি এগিয়ে দিলেন । আমাকে বিবিসি ঘটনা সম্পর্কে বলতে

বললো, আমি বিস্তারিত বললাম। বিবিসি প্রশ্ন করলো এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত বলে আপনি মনে করেন ? আমি স্পষ্টভাবে বললাম ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল ঘাতক রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌, জামাত-শিবির খুনিচক্র, যারা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি, সেই মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তির হুমায়ুন আজাদ তার পাক সার জমিন সাদ বাদ উপন্যাসে প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করেছেন, কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী এই বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে, তারাই হুমায়ুন আজাদকে হত্যার জন্য বর্বোরচিত নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। বিবিসি প্রশ্ন করলো আপনারা এখন কি করবেন? বললাম হুমায়ুন আজাদের ওপর এই হামলা এ দেশের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ওপর হামলা, এ হামলাকে আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা এর প্রতিশোধ নেবো, রুখে দাঁড়াবো, বাংলার মাটিতে চিরদিনের জন্য ওদের কবর রচনা করবো। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ইলেট্রনিক্স মিডিয়ার লোক ছুটে এলো। তারা অনেকেই আমাকে ঘিরে ধরলো, জানতে চাইলো ঘটনার বিশদ বিবরণ, আমি যা জানি তা সবাইকে জানালাম। ঘটনার জন্য কারা দায়ী সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জলিল ভাই এলেন, ওনার সঙ্গে অসীম উকিল, আহকামউল্লাহ, শাকিলসহ আরো অনেকেই । জলিল ভাইকে নিয়ে আমরা ভেতরে যেতে চাইলাম কিন্তু মৌলি জলিল ভাইকে অনুরোধ জানালো চাচা এখনই অপারেশন শুরু হয়েছে আপনারা ভেতরে যাবেন না তাহলে অপারেশনে অসুবিধা হবে। জলিল ভাই বললেন আচ্ছা মা, আমরা ভেতরে যাবো না । বলেই ফিরে চলে এলেন। স্যারের স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বললেন। তাদের সান্ত্বনা দিলেন। জলিল ভাই তার সঙ্গের সবাইকে নিয়ে সামনের আইল্যান্ডে গিয়ে বসলেন।

তারিক, খোকন, কামাল ওদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম কবিতা পরিষদ, রাইটার্স ক্লাবসহ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সবগুলো সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামীকাল প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের। খোকনকে বললাম, জোটের সভাপতি নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ভাই এবং সেক্রেটারি গোলাম কুদ্দুসকে মোবাইলে ধরতে। ওনাদের সঙ্গে কথা হলো আগামীকাল বিকাল ৪টায় টিএসসির সামনে জোটের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল কর্মসূচি পালন করা হবে। মিছিল বাংলা একাডেমীর বইমেলায় যাবে এবং মানববন্ধন করবে। ওসমান গণি ভাইকে বললাম প্রকাশকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য । আমরা ঠিক করলাম, প্রতিবাদ ও মিছিল হবে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে। ব্যানারের ভাষাও আমরা সিএমএইচএ বসেই ঠিক করলাম।
ভেতরে অপারেশন চলছে, সিএমএইচ-এর বাইরের চত্বরে খোলা আকাশের নিচে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-লেখক- কবি-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মী এবং হুমায়ুন আজাদের আত্মীয়স্বজনদের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা; হুমায়ুন আজাদ বাঁচবেন তো ?

সকাল থেকেই সবখানে যোগাযোগ শুরু করলাম, অনুষ্ঠান সফল করার জন্য। পত্রিকার খবরে ঘটনার ১০ মিনিট আগে হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে থাকার খবর ছাপা হওয়ায় চারদিক থেকে ফোন আসতে শুরু করলো। সবাইকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ জানালাম। জোটের প্রতিবাদ সভায় একে একে বিভিন্ন পেশার বহু মানুষ এসে জমা হলো। সবার চোখেমুখেই বিষাদের ছায়ার পাশাপাশি ঘৃণা, ক্ষোভ ও প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা। কবি রফিক আজাদ, কবি মহাদেব সাহা, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি ফারুক মাহমুদ, কবি সমুদ্র গুপ্ত, কবি হায়াৎ মাহমুদসহ লেখক-কবিরা অনেকেই এসেছেন দেখে ভালো লাগলো। জোট সভাপতি নাসিরুদ্দিন ইফসুফ বাচ্চুর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা শুরু হলো। সভায় রফিক আজাদ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন আর এভাবে কতোদিন আমরা শুধু প্রতিবাদ সভা করবো আর জীবন দেবো? এবার আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অধিকাংশ বক্তারা একই কথা বললেন। বিশেষত এই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শুভবাদী শক্তির ঐক্য গড়ে তোলার ওপর সবাই জোর দিলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে কে এম সোবহান, রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশিদ, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর এমপিসহ উল্লেখযোগ্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ।

প্রতিবাদ সভা শেষে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে একটি জঙ্গি মিছিল নিয়ে আমরা বাংলা একাডেমীতে গিয়ে সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি আয়োজিত বইমেলার তথ্য কেন্দ্রের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিলাম। মেলার প্রত্যেকটি স্টলে শোকের এবং একই সঙ্গে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে কালো এবং লাল কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমিতির সভাপতি-বিশিষ্ট লেখক মফিদুল হকের সভাপতিত্বে শুরু হলো প্রতিবাদ সভা। সভায় দেশের বিশিষ্ট প্রকাশকবৃন্দ বক্তৃতা করলেন। সভাশেষে মেলায় যে যেখানে আছে, দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করলো। আমরা জঙ্গি মিছিল নিয়ে মেলা প্রদক্ষিণ করলাম। মিছিলের মূল স্লোগান ছিল লেখকের ওপর হামলা কেন? লেখক-কবি-জনতা, গড়ে তোলো একতা। হুমায়ুন আজাদের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মিছিলকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালো। মিছিল শেষে আমরা লেখক চত্বরে সবাই সমবেত হলাম। পরর্বতী কর্মসূচি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছি, এমন সময় দুজন পুলিশ কর্মকর্তা এলেন রফিক ভাই, ফারুক ভাই, বদরুল ও আমার কাছ থেকে ঘটনার আগে হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে লেখক চত্বরে আমরা কারা কারা ছিলাম, কতোক্ষণ ছিলাম, কখন আমরা উঠলাম, কখন উনি আমাদের থেকে আলাদা হলেন ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমরা যা জানি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম।

হঠাৎ কবি সাইফল্লাহ্ মাহমুদ দুলাল দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে বললেন মোহন, হুমায়ুন আজাদ নেই। আমি বললাম দুলাল শান্ত হোন, আমরা খবরটা

নিশ্চিত হই। সেখানে কবি মহাদেব সাহা, কবি রফিক আজাদ, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি খালেদা এদিব চৌধুরী, কবি কাজী রোজী, কবি বদরুল আলম, কবি ও কণ্ঠশিল্পী বুলবুল মহলানবীশ, কামাল পাশা চৌধুরীসহ অনেকই ছিলেন। লেখক-কবি-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিককর্মী ও উৎসুক মানুষের ভিড়। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলো, মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে। আমি সবার উদ্দেশ্যে বললাম আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। অনেক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে। একুশে বইমেলা চিরদিনের জন্য বন্ধ কিংবা এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা মহল চক্রান্ত করছে, আমাদের বুঝেশুনে কাজ করতে হবে। আমার কথায় সবাই শান্ত হলো। সময়টা ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটতে থাকলো। চারপাশে সাদা পোশাকধারীরা ছেয়ে আছে। সামান্য সুযোগ পেলেই আমাদের তুলে নিয়ে যাবে । আমি ইশারায় সবাইকে সর্তক করে দিলাম। কামাল পাশা, দিলদার, সানি, ফারুক ভাই সবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম মেলা বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা মিছিল নিয়ে মেলা প্রদক্ষিণ করে মেলা থেকে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে যাবো। কথামতো মিছিল শেষে আমরা স্লোগান দিতে দিতে টিএসসিতে এসে মিছিল শেষ করলাম।

দুদিন পর রাত ১টায় একজন পুলিশ কর্মকতা আমাকে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন, হুমায়ুন আজাদের ঘটনাটি নারী সংক্রান্ত কিনা? আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম, বুঝলাম আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। আমি তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলাম আপনারা যা বলার বা করার চেষ্টা করছেন তা আদৌ ঠিক নয়। হুমায়ুন আজাদের লেখা যাদের মুখোশ উন্মোচিত করেছে, তারাই তাকে আক্রমণ করেছে। পরদিন রাত ১২টায় আরেকটি ফোন এলো আমার কাছে। এই মামলার তদন্ত অফিসার আব্দুল মালেক ফোন করেছেন। তিনি এই মামলার তদন্তের স্বার্থে আমার সহযোগিতা চান। আমি জানালাম, যেকোনো সহযোগিতা দিতে আমি প্রস্তুত। তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন, স্পষ্টভাবে আমি যা জানি তা জানিয়ে দিলাম। তারপরও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাকে আমার ঠিকানা দিলাম এবং আসতে বললাম। আগামী প্রকাশনীর ওসমান গণি ভাইকে ফোন করে জানলাম মালিবাগ এসবি অফিসে তাকেও তলব করা হয়েছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম, তদন্ত অফিসার আব্দুল মালেকের জন্য। সকাল ১১টায় তার আসার কথা কিন্তু ১২টা পর্যন্ত তার আসার কোনো খবর নেই। ভাবলাম, হয়তো সে না এসে ওসমান গণির মতো আমাকেও ডাকতে পারে মালিবাগ অফিসে। না, অবশেষে ১টার দিকে আরো কয়েকজনসহ তিনি এলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক নানাভাবে আমাকে জিঙ্গাসাবাদ করলেন। আমি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে আমার জানা ঘটনা বর্ণনা করলাম । পরবর্তী সময়ে তারা লেখক চত্বরে আড্ডার অন্যান্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জানতে পারলাম।

পত্রপত্রিকায় কদিন ধরেই হুমায়ুন আজাদের ঘটনার তদন্তের নানা খবর বের হচ্ছে,

বেঁচে যাওয়া হুমায়ুন আজাদের নিজেরও দুএকটা কথার উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছে । দেশবাসীর প্রত্যাশা হুমায়ুন আজাদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। কিন্তু দুএকটি পত্রিকায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের উদ্ধৃতি দিয়ে যে খবর ছাপা হয়েছে তা এ দেশের লেখক-কবিদের জন্য ভয়াবহ উদ্বেগের বিষয় তো বটেই উপরন্তু হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার প্রকৃত ঘটনাকে সুকৌশলে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বই কিছুই নয়। একটি রাজাকার পত্রিকা বলেছে 'নিজের লোকেরাই হুমায়ুন আজাদকে হত্যার চেষ্টা করে'।

আরেকটি পত্রিকা 'গোয়েন্দা নজরে থাকা' ছয় কবি সম্পর্কে সিআইডির রিপোর্ট-এর উল্লেখ করে বলেছে এ ছয় জনের কেউ কেউ একাডেমীর সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। প্রায় ৪০ মিনিট আড্ডা দেওয়ার পর তাদেরই মধ্যে থেকে একজন আধ্যপক হুমায়ুন আজাদকে রিকশায় তুলে দেন। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সূত্র অনুযায়ী সংবাদটি ছাপা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তারা আবার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা আবারো বলেছে, আমরা আগে ঘটনা জানাইনি, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানিয়েছি। আমরা ঘটনার আগে হুমায়ুন আজাদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেটা বলতে চাইনি কোন কারণে? তাহলে অর্থ দাঁড়ায় ঘটনার সঙ্গে আমাদের সর্ম্পক রয়েছে, সেহেতু আমরা সেটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি! তার অর্থ কি দাঁড়ায়? আমরা এই হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত? একথা কি দেশবাসী কেউ মেনে নেবে? কিন্তু এই দেশদ্রোহী রাজাকারচক্র আর তাদের দোসররা যেভাবে এ দেশের প্রতিবাদী সাহসী কলমকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জঘন্য চক্রান্তে মেতেছে, তাতে আমাদের ওপর যেকোনো সময় নেমে আসতে পারে যেকোনো খড়গ, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের সংবিধান রচনাকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. কামাল হেসেনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইনী সহায়তা পাওয়ার জন্য গেলে তার সুযোগ্য কন্যা ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং তার সহযোগীরা আমাদের সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেন এবং সবকিছু শুনে ওই ভণ্ড পত্রিকাটিকে লিগাল নোটিশ পাঠান। এ রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যখন আমাদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল তখন স্বয়ং হুমায়ুন আজাদ তার সতীর্থদের রক্ষা করলেন ষড়যন্ত্র মামলা থেকে। একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ধমকে দিলেন তাঁর কবি বন্ধুদের অযথা হয়রানি করার জন্য। তাকে পরামর্শ দিলেন ফেলুদা পড়তে। এর কদিন পরই হঠাৎ একদিন সকালে আমার মোবাইলে ওসমান গণি ভাইয়ের কণ্ঠ মোহন ভাই, আপনার স্যারের সঙ্গে কথা বলেন। আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি, কণ্ঠ শোনা মাত্রই বুঝলাম, হুমায়ুন স্যার। মোহন কেমন আছো? আবেগে আমার কণ্ঠ বুজে আসছিল, আমি কথা বলতে পারছিলাম না। স্যার বললেন মোহন, আমি সব জেনেছি, সব শুনেছি, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, আমার জন্য যা করেছ সে জন্য। কোনো চিন্তা করো না, আমি গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ধমকে দিয়েছি তোমাদের মিথ্যা হয়রানি না করার জন্য। তবে

ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানার চেষ্টা করো কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি ফিরে এলে মুখোমুখি কথা হবে। চিকিৎসা শেষ করে স্যার সুস্থ হয়ে (?) দেশে ফিরলেন, আমরা কবিরা তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, অনেক গল্প হলো। সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি সেই দেখাই হবে শেষ দেখা। সুদূর জার্মানি থেকে স্যার ফিরে এলেন লাশ হয়ে। আমি আজো মেনে নিতে পারিনি তিনি মারা গেছেন। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। মৌলবাদীদের পৃথিবীব্যাপী লম্বা লোমশ হাতই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অদৃশ্য আয়োজনে তাঁকে হত্যা করেছে।
এবারের বইমেলা শুরু হয়েছে ভিন্নভাবে। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানবতরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, মেটাল ডিটেক্টরের খাঁচার ভেতরে প্রবেশের; দীর্ঘ, ক্লান্তিকর লাইনে দাঁড়ানোর বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। চারদিকে বিপুল ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রময় আইনশৃংখলা রক্ষার কালোপোশাকি লোকেরা। ঠিক যেন মানায় না একুশের বইমেলার সঙ্গে। বইমেলার সেই প্রাণোত্তাপকে কে বা কারা যেন টুঁটি চেপে ধরেছে। সকলের চোখেমুখে চাপা ক্ষেভের আগুন জ্বলছে। বইমেলার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ভেতরে ভেতরে চলছে সেটা যেন সবাই টের পেয়ে গেছে।
প্রথমদিন বইমেলায় পা দিতেই মনটা কেমন করে উঠলো। কি যেন নেই! কে যেন নেই! আগামী প্রকাশনীর সামনে যেতেই সেই অস্পষ্ট বোধটা মূর্ত হয়ে উঠলো, হুমায়ুন আজাদের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়াতেই। হাহাকারে ভরে ওঠে বুক। ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। তাঁর স্ত্রী আর মেয়েরা বসে আছে তার স্থানে। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী ঘাতকেরা সদম্ভে ক্রুর হাসি হেসে হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বইমেলাতেই। আজো তার আক্রমণকারীরা গ্রেপ্তার হলো না একজনও!
সেই ঋজু, প্রতিবাদী, সাহসী, অসাধারণ মেধাবী মানুষটি ছাড়া এই বইমেলা আমার কাছে বর্বর হিংস্র পশুদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে যায় মুহূর্তে।
আর কোনো হুমায়ুন আজাদ কি জ্বলে উঠবে না এ দেশে এই খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, বর্বরতা, বোমাবাজি, দলবাজি, ক্ষমতাবাজি, নৈরাজ্যসহ সকল অমানবিকতার বিরুদ্ধে?

মোহন রায়হান ঃ কবি, লেখক।